এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে **আমরাই গড়ে তুলতে পারি** *সামাজিক আন্দোলন*

রেখা বা মনির মতো আর কারো জীবনে যেন না নেমে আসে এমন এসিড-অভিশাপ, জীবন থেকেও মৃতের মতো বেঁচে থাকার যন্ত্রণা। আর একটি মুখও যেন ঝলসে না যায়, আর একটি আর্ত-চিৎকারেও যেন না কেঁপে ওঠে আকাশ-বাতাস। এ জন্য এসিড নিক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। আর আমরাই করতে পারি অনেক কিছু। আসগর মিয়া আর লতিফরা আছে সমাজের মধ্যেই। ওদের চিহ্নিত করে সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে। সমাজের সকলকে বোঝাতে হবে– এসিড ছোড়া এক ভয়ানক মানবিক অপরাধ। সরকার এসিড নিক্ষেপের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বলে আইন জারি করেছে– এ কথা সবাইকে জানাতে হবে। বলতে হবে, লাইসেন্স ছাড়া এসিড ক্রয়-বিক্রয় আইনত দণ্ডনীয়। পরিবার থেকে, সমাজ থেকে উপড়ে ফেলতে হবে এই জঘন্য অপরাধকে। এই অপরাধীর স্থান নেই কোথাও– পরিবারে, সমাজে বা রাষ্ট্রে, এ কথাটা মনে রাখতে হবে। এসিড সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনে একে একে যোগ দিচ্ছে সবাই। জেগে উঠছে আত্ম-সচেতনতায়। আপনিও যোগ দিন মানবিক এই আন্দোলনে। আপনিও হোন সোচ্চার... বলুন, আজ থেকে একটি মুখও ঝলসে যাবে না আর।

আপনার-আমার সম্মিলিত প্রয়াস
রুখবেই রুখবে এসিড সন্ত্রাস

এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন
বাড়ি # ১২, রোড # ২২, ব্লক # কে, বনানী, ঢাকা
ফোন: ৯৮৯১৩১৪, ৯৮৬২৭৭৪, ০১৭১-৬২০৯২৩, ফ্যাক্স: ৯৮৮৮৪৩৯
ই-মেইল: asf@acidsurvivors.org

হাত বাড়িয়ে দিন...

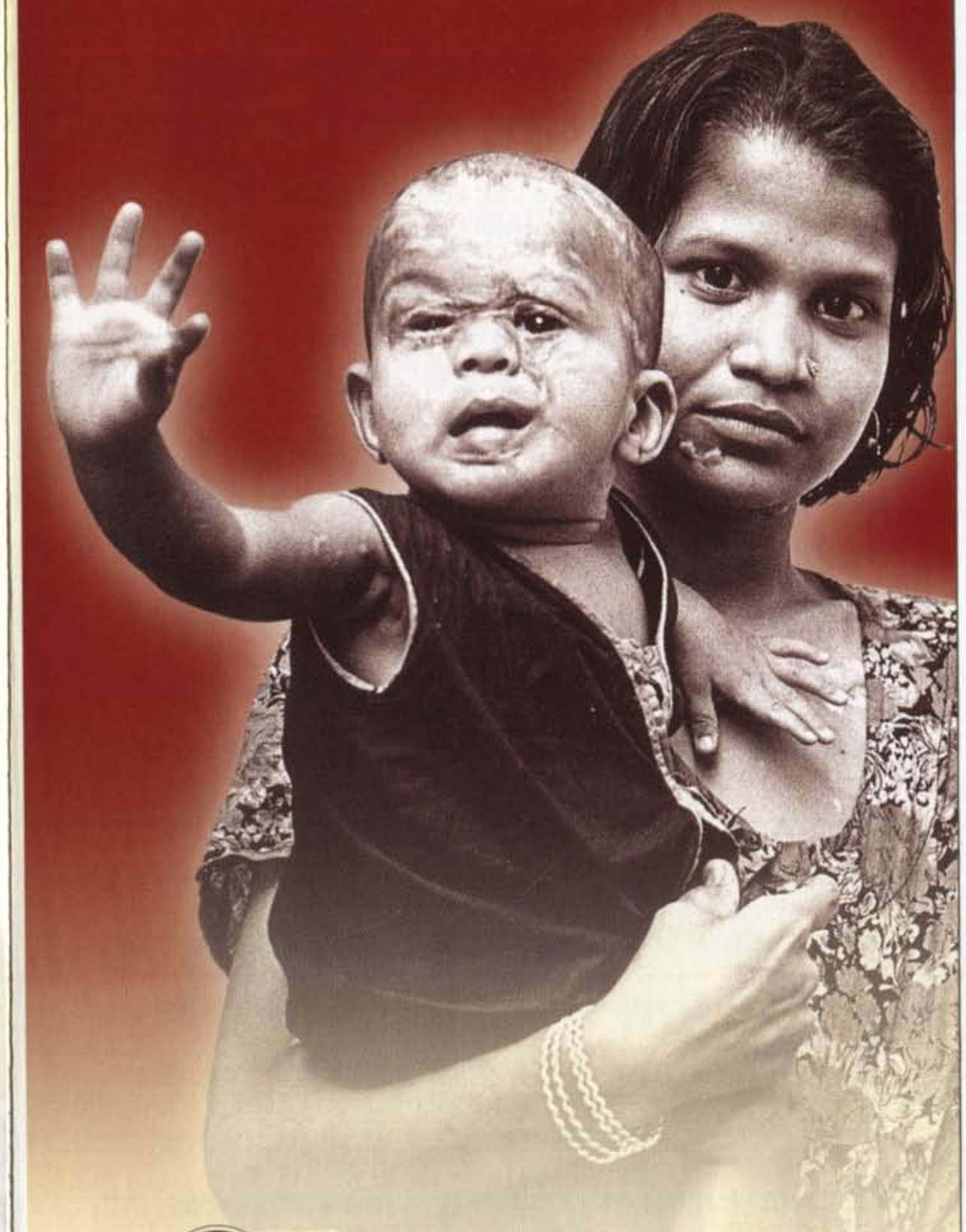

ASF

ACID SURVIVORS FOUNDATION
এসিড সারভাইভরস ফাউন্ডেশন

এসিডের শিকার হতে পারে আমার বোন, আপনার মেয়ে– যে কেউ

কী অপরাধ ছিলো রেখার? কাজ শেষে সহকর্মী পলির সাথে রিক্সাযোগে ঘরে ফিরছিলো দু'জন। পথেই ওত পেতে ছিলো পলির কাছে প্রেম-প্রত্যাখ্যাত কাপুরুষ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ দুর্বৃত্ত। মনুষ্যত্বহীন কাপুরুষের মতো ওদের মুখে সে ছিটিয়ে দিলো তরল আগুন– এসিড। মাত্র কয়েক সেকেন্ডেই বিধ্বস্ত হলো একটি নিরপরাধ সুন্দর জীবন। মারাত্মকভাবে জখম হলো রেখা। ঝলসে গেলো মুখ। ক্ষত-বিক্ষত চেহারা। কত শত এসিডদগ্ধ আর্ত-চিৎকার আর জীবনযন্ত্রণার বুকফাটা কান্নায় ভারি হয়ে আছে বাংলাদেশের বাতাস! আপনি কি শুনতে পান না তাদের কান্নার শব্দ? রেখার মতো এসিডদগ্ধ মেয়েদের মুখে কি আপনি দেখতে পান না আপনার বোন, মেয়ে বা মায়ের প্রতিচ্ছবি?

বৈধ লাইসেন্স ছাড়া এসিড কেনা বা বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয়

আসগর মিয়া কি জানতো, তার বিক্রি করা এসিডে ঝলসে যাবে তারই মেয়ের মুখ? জানতো না বলেই বিক্রির সময় খোঁজ-খবর নেয়নি- সেই এসিড দিয়ে কী করা হবে। এমনকি সে জানতেও চায়নি যেছেলেটি এসিড কিনছে তার বৈধ লাইসেন্স আছে কিনা। কারণ, আসগর মিয়ার জানা ছিলো না, লাইসেন্স ছাড়া এসিড কেনা বা বিক্রি করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মারার ঘটনাটা ঘটে ২০০২ সালে, ডিসেম্বর মাসে। পাশের গ্রামের আক্কাস এলো এক বোতল এসিড নিতে। রাসায়নিক দ্রব্যের দোকান আসগরের। আগে-পরে না ভেবে দায়িত্বহীনের মতো এসিড বিক্রি করে সে আক্কাসের কাছে। পাশের গ্রামের লুৎফুর কাজির ছেলে লতিফ প্রেমের প্রস্তাব দেয় আসগরের স্কুলে পড়া মেয়ে মনিকে। স্কুলের পথে সবসময় সে উত্যক্ত করতো মনিকে। মনি সাড়া না দেওয়ায় আক্রোশে ফেটে পড়ে লতিফ। সাগরেদ আক্কাসকে পাঠায় এসিড কিনতে। পরের দিন মনি স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে ফেরার পথে নিষ্ঠুর হাতে ছুড়ে দেয় এসিড মনির মুখে। দোকানে বসেই দুঃসংবাদ পায় আসগর। কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে আসে বাড়ির দিকে। কিন্তু তখন কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কিছুই করার নেই।

এসিড ছোড়ার সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড

লতিফও জানতো না এসিড ছুড়লে তার পরিণতি কত ভয়ানক হতে পারে! এসিড ছোড়ার খবর পেয়ে তার বাবা গ্রামবাসীর সামনে ঘোষণা করেন, তার ছেলেকে তিনি নিজের হাতে পিটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন। এমনকি তাকে ত্যাজ্যপুত্রও করবেন। নিজ বাড়িতে স্থান না পেয়ে লতিফ যায় তার বোনের শ্বশুরবাড়িতে। কিন্তু সেখানেও আশ্রয় পায় না। কিছুদিন পালিয়ে থেকে একদিন লতিফ ধরা পড়ে পুলিশের হাতে। কেউ আসে না তার জামিনের জন্য, যদিও তারা জানে না– এসিড ছোড়া জামিনের অযোগ্য অপরাধ। আজও লতিফ জেলে... প্রহর গুণছে ফাঁসি বা মৃত্যুদণ্ডের।